চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১খ্রি.

চলমান উন্নয়নকাজ নির্দিষ্ট সময়ে
শেষ হওয়া চাই : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী নগরীতে চলমান উন্নয়ন কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে কর্পোরেশনের প্রকৌশলীদের ঠিকাদারদের তাগিদ দিতে বলেছেন। ঠিকাদারদের অবহেলার কারণে অনেকক্ষেত্রে কর্পোরেশনকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। নাগরিক সেবা কার্যক্রমে দুর্ভোগ সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে ঠিকাদারদের বিষয়ে কঠোর হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।
তিনি আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর টাইগারপাসস্থ কর্পোরেশনের অস্থায়ী কার্যালয়ে নিজ দপ্তরে জাইকার সিটি গর্ভানেন্স প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে নগরীতে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলাপকালে এ কথা বলেন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, তত্ত¡াবধায়ক প্রকৌশলী আবু সালেহ, কামরুল ইসলাম, মুনিরুল হুদা, ঝুলন কুমার দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম, আবু সিদ্দীক, আশিকুল ইসলাম, জাইকার প্রকল্প পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, সিনিয়র ফিল্ড ইঞ্জি. নাসির হোসেন, জুনিয়র ফিল্ড ইঞ্জি. মো. সিরাজ প্রমুখ।
মেয়রের সাথে জাইকার কর্মকর্তাদের যেসব প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলো হলো পতেঙ্গা গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজের প্রকল্প, মেরিনার্স রোড প্রকল্প, বারেক বিল্ডিং হতে নীমতলা স্ট্যান্ড রোড প্রকল্প, গুলবাগ রোড, ফইল্ল্যা পাড়া রোড, বারেক বিল্ডিং মোড় হতে রশিদ বিল্ডিং মোড় পর্যন্ত রোড, আইস ফ্যাক্টরী রোড, স্ট্যান্ড রোড, কবি নজরুল ইসলাম রোড, এফআইডিসি রোড, ইস্পাহানী গেইট, দুলুমিয়া রোড, বিজয় নগর রোড, সাগরিকা রোড, পোর্ট কানেক্টিং রোডের অলংকার হতে কলকা সিএনজি পর্যন্ত।
আলোচনায় পতেঙ্গা গার্লস হাইস্কুলের কাজের ধীর গতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই স্কুলের কার্যাদেশ
প্রাপ্ত ঠিকাদারদের অবহেলার কারণে স্কুলটির কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যাচ্ছেনা বলে চসিকের প্রকৌশলীরা মেয়রকে অবহিত করেন। এই স্কুলের কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারের নিজ^ কোন অর্থের যোগান না থাকায় ব্যাংকের টাকায় পতেঙ্গা স্কুলের কাজ সম্পন্ন করা লাগছে। কারণ ওই স্কুলের উন্নয়ন কাজের কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার তাঁর কাজের বিপরীতে ব্যাংক ঋণ নিয়ে তাও পরিশোধ করছেন না। ফলে একদিকে কাজ শেষ করা যাচ্ছেনা অন্যদিকে ব্যাংকের লগ্নিকৃত টাকা আটকে আছে। এমতবস্থায় ব্যাংক মধ্যস্থতা করে আরো টাকা বিনিয়োগ করে তাদের ঋণের টাকা ফেরত পেতে ঠিকাদারকে সহযোগিতা করতে চায়। তবে জাইকার কর্মকর্তারা এ ধরণের অসৎ ঠিকাদারদের বিষয়ে অবিষ্যতে কি করা যায় তা ভেবে দেখতে বলেন। সমস্ত আলোচনা শুনে মেয়র উন্নয়ন কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের নজরদারিতে রাখার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, তাদের লাভ-ক্ষতির কারণে কর্পোরেশনের দুর্নাম আমি মেনে নিবো না।

চসিক ক্রীড়া একাদশের প্র্যাকটিস ম্যাচ উদ্বোধনকালে মেয়র
খেলায় অংশ নিয়ে জয়-পরজয়কে
মেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরী করতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রামের খেলাধুলার প্রাণ হচ্ছে এম.এ আজিজ স্টেডিয়াম। ২০০১ সালের ১৫ নভেম্বর বিশ্বের ৮২তম টেস্ট ভেন্যু হিসেবে অভিষেক হয়েছিলো এই স্টেডিয়াম। বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসের প্রথম জয় পেয়েছিলো এখান থেকেই। এই স্টেডিয়াম থেকে অনেক খেলোয়াড় জাতীয় দলে অংশ নিয়ে কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে। এই স্টেডিয়ামে খেলার দেখার অনেক স্মৃতি আমার আছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আ.জ.ম নাসির উদ্দিন চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব পাওয়ার পর এই স্টেডিয়ামকে একটি আধুনিক স্টেডিয়াম হিসেবে রূপান্তর করেছেন। চসিক মেয়র হিসেবে আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অন্যদিকে তৎকালীন পৌরসভার চেয়ারম্যান মরহুম ফজল করিম একজন কৃতিমান খেলোয়াড় হিসেবে চট্টগ্রামে খেলোয়াড় তৈরীতে যে অবদান রেখেছেন তাও স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, যে কোন খেলায় অংশ নিয়ে জয় পরজয়কে মেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরী করতে হবে, এটিই ক্রীড়াবিদদের জন্য বড় অর্জন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন একাদশকে সেই মানসিকতা নিয়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার আহŸান জানান।
তিনি আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে এম.এ আজিজ স্টেডিয়ামে সিজেকেএস প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লীগ-২০২১ অংশগ্রহণের জন্য প্র্যাকটিস ম্যাচ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন চসিক ক্রীড়া স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান আতাউল্লাহ চৌধুরী, প্যানেল মেয়র গিয়াস উদ্দিন, কাউন্সিলর ড. নিছার আহমদ মঞ্জু, হাসান মুরাদ বিপ্লব, সংরক্ষিত কাউন্সিলর আঞ্জুমান আরা, ক্রীড়া একাদশের সাধারণ সম্পাদক আলী আকবর, মো. মানিক, কৃষ্ণ কমল সেন, রিপন কিশোর রায়, শামিম বিল্লাল, মুজিবুর রহমান, চসিকের উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোরশেদুল আলম চৌধুরী সহ খেলোয়াড় বৃন্দ।
তিনি আরো বলেন, গত কয়েক দশকে চট্টগ্রামে খেলোয়াড়দের জন্য কোন মাঠ তৈরি হয়নি বরং আগে যা ছিল তা আরো সংকুচিত হয়ে গেছে। তারুণ্যের ক্রীড়ার প্রতি ভালোবাসাকে কাজে লাগাতে হলে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে ছোট পরিসরে হলেও খেলার মাঠ তৈরির পরিকল্পনা আছে বলে তিনি জানান।

দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ডে চলমান প্যাচওয়ার্ক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বর্ষা মৌসুমের অতিবৃষ্টিতে নগরীর যে সব রাস্তাগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা বৃষ্টি কমে যাওয়ার এই সময়ে জরুরী ভিত্তিতে সংস্কারসহ প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। তিনি আজ বৃহস্পতিবার ১১নং দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ডের প্যাচওয়ার্কের কাজ পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ১১নং দক্ষিণ কাট্টলী ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. ইসমাইল সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। কাউন্সিলর মো. ইসমাইল সড়ক সমূহের উপর প্যাচওয়ার্ক চলাকালীন সময়ে স্থানীয় জনগণের দুর্ভোগ হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বৃহত্তর ^ার্থে সাময়িক কষ্ট মেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩